আশ্চর্য!

প্রথম বর্ষ, পূজা সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬৩

সম্পাদনা : আকাশ সেন

ফ্যানট্যাস্টিক ও কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস
যৌথ প্রয়াস

আমাদের পরামর্শদাতা এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র আছেন। এঁদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

* * * * * *

একটি অভিনন্দন

* * * * * *

'আশ্চর্য!' সম্পাদক, সমীপেষু—

'আশ্চর্য!' দেখলাম। এ-ধরনের কাগজ বের করা দুঃসাহসের কাজ বই কি! বাংলা দেশে এ-রকম কাগজ আগে আর কখনও কেউ প্রকাশ করেছেন বলে জানি না। সেদিক থেকে আপনারা বেজায় সাহস দেখালেন। আপনাদের কাগজের যাঁরা পাঠক তাঁরা যদি সহানুভূতিসম্পন্ন হন তবে যে শুধু কাগজটি বাঁচবে তা নয় ক্রমে ক্রমে বাংলা সাহিত্যে যা ছিল না যা নেই সেই 'সাইন্স ফিকশান' গড়ে উঠবে। আমার অভিনন্দন জানবেন।

বিমল কর

১০/৮/৬৩

আশ্চর্য! পূজা সংখ্যা ১৯৬৩

চমকপ্রদ বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের একমাত্র শারদীয় পত্রিকা

সূচী

গল্প

পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র ০ অজানা জলায় পৃষ্ঠা ৯

চাঁদ নেমে এসেছিল জলাভূমিতে... দেখা গিয়েছিল দানবিক ফড়িং-এর মত কতকগুলো কিম্ভুতকিমাকার প্রাণী!

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ০ শুরুর থেকে শুরু ২৪৯

মানুষ তখন প্রায় হাজার বছর পর্যন্ত বাঁচে! তাই বিজ্ঞানীরা স্থির করলেন পাঁচশো বছর বয়সেই সবাইকে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করতে হবে!

প্রবোধবন্ধু অধিকারী ০ আমরা পিঁপড়ে হব ২৭৭

রাশিয়ায় একটি ট্রেন চেপ্টে গিয়ে লোহার পাতের আকার নিয়েছে... লণ্ডনে মুহূর্তের গোলাক ধাঁধায় পড়েছে কিছু কৃষক... আর একটি রোগও দেখা দিয়েছে সারা পৃথিবীতে...!

জন ষ্টাইনবেক ০ মানবজাতির ছোট ছোট গল্প ১৪৪

অনুবাদ: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা কি গুহাবাসীদের চেয়েও নির্বোধ? নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিকের অভিনব সায়েন্স-ফিকশন গল্প!

ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ *

বিজ্ঞান-ভিত্তিক কল্প-কাহিনী

মূল : বারট্রাণ্ড রাসেল
অনুবাদ : অজিতকৃষ্ণ বসু

নতুন যন্ত্রটি হাজার হাজার বিক্রী হয়ে গেল... ছড়িয়ে দিল আতঙ্ক, বিভীষিকা আর গভীর উত্তেজনা!... টমাস শভেল-পেনি একটি বড়ি গিলে ফেললেন... আকাশ কালো হয়ে গেল এরোপ্লেনে-এরোপ্লেনে... সৈন্যরা একে একে মরলো, আঘাতে নয়, কোন অদ্ভুত, নতুন, অজ্ঞাত কারণে!

এক

লেডি মিলিসেন্ট পিণ্টার্ক, বন্ধুমহলে যিনি সুন্দরী মিলিসেন্ট নামেই পরিচিত তাঁর শৌখিন নিভৃত কক্ষে এক আরাম-কেদারায় বসে ছিলেন। সে কক্ষের সবগুলো চেয়ার আর সোফাই নরম; বিজলী বাতিও আবরণ দিয়ে মৃদু করা; তাঁর পাশে একটি ছোট টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ছিল একটি ঘাগরা পরা বড় পুতুল। দেওয়ালগুলো ঢাকা ছিল জলরঙের ছবি দিয়ে, প্রত্যেকটি ছবিতে নাম স্বাক্ষর করা 'মিলিসেন্ট'। ছবিগুলি আলপস পাহাড়, ভূমধ্য সাগরের ইতালীয় উপকূল, গ্রীসের দ্বীপপুঞ্জ এবং টেনেরিফ দ্বীপের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের। আরেকটি

---

* কলকাতার রূপা এণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবস্থাক্রমে প্রকাশিত।

সমরজিৎ কর ০ শুক্রগ্রহের যাত্রী কি বলছে—শুনুন ১৩০

বিজ্ঞানী ডক্টর এবিং হাউস অবশেষে শুক্রের শেষ পথ বুঝি অতিক্রম করে এলেন।... কিন্তু একি? বিশেষ দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ তো ফিরে আসছে না?

নারায়ণ চক্রবর্তী ০ শিবতোষ ভাদুড়ীর শিক্ষক-যন্ত্র ১৫৫

মাত্র ৩০ দিনে B.A., B.Sc., M.A., M.Sc.-র সমগ্র পাঠক্রম শেষ করার অভিনব আয়োজন করেছিলেন ডক্টর শিবতোষ ভাদুড়ী!

শ্রীধর সেনাপতি ০ পাহাড় চূড়ার রং সাদা ১৭৩

প্রথম মিঃ সুদের বুকে বুক রাখলেন দ্বিতীয় মিঃ সুদ—মিশে গেলেন অঙ্গে অঙ্গে! হয়ে গেলেন একমূর্তি! ভয়ংকর!

আদিত্যকুমার ভট্টাচার্য ০ নতুন রবট ১৮২

নতুন নতুন ছবি আঁকার উপকরণ সংগ্রহ করতে নিখিল গিয়েছিল মহাশূন্যের অজানা গ্রহাণপুঞ্জে... সঙ্গে ছিল...!

বিশু দাস ০ গ্রহান্তরে যাত্রা বন্ধ করুন ১৯১

হুঁশিয়ার মানুষরা... বিভিন্ন রঙ মানুষের মনে বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টি করে, এই সূত্রকে কেন্দ্র করে ভিন্ গ্রহের ধোঁয়াটে প্রাণীরা পৃথিবীর বুকে আমদানী করেছে এক পাগল-করা যন্ত্র!

গৌরীশংকর দে ০ কিন্নরের কান্না ২০৬

বিজয়ী কেতুগ্রহের একজন পুরুষ আর বিজিত শুক্রগ্রহের একজন নারী জানতে চেয়েছিল পরস্পরকে!

উপন্যাস

❋

এইচ জি ওয়েল্‌স্‌ অবলম্বনে 'গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ' ৩৫৩

মনোরঞ্জন দে

গিরিডি শহর ছারখার হয়ে গিয়েছিল মঙ্গলের তেপায়া-দানবদের আগুন রশ্মিতে! চাঞ্চল্যকর!

বারট্রাণ্ড রাসেল ০ ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ ২১২
অনুবাদ: অজিতকৃষ্ণ বসু

নতুন যন্ত্রটি হাজার হাজার বিক্রী হয়ে গেল... ছড়িয়ে দিল আতঙ্ক, বিভীষিকা আর উত্তেজনা! টমাস শভেলপেনি একটি বড়ি গিলে ফেললেন... আকাশ কালো হয়ে গেল এরোপ্লেনে—এরোপ্লেনে... সৈন্যরা একে একে মরল, আঘাতে নয়, কোনো অদ্ভুত, নতুন, অজ্ঞাত কারণে! নোবেল পুরস্কার বিজয়ী দার্শনিকের রোমাঞ্চকর সায়েন্স-ফিকশ্যন!

আইভান ইয়েফ্রেমভ অবলম্বনে 'তলোয়ার' ৩০০
নরেন্দ্র দেব

কিংবদন্তীর সেই তলোয়ারটি লুকোনো ছিল দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতের শিখরে...! কৌতূহলোদ্দীপক!

পিটার হারকোস ০ সাইকিক ১৫
অনুবাদ: অদ্রীশ বর্ধন

কৌতুক ছবি-গল্প

❋

অনিরুদ্ধ ০ রবট ডিটেকটিভ ১৯০

জীবনী

❋

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ০ বিজ্ঞান-ঋষি সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৩৪৭

প্রথম বর্ষ

পূজা সংখ্যা

অক্টোবর

১৯৬৩

সম্পাদক

আকাশ সেন

পাঠক পাঠিকা, লেখক মণ্ডলী, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী, সহযোগী— সকলের প্রতি আমদের জাতীয় পূজা-পরবের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই প্রথম!

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পকল্পের শারদীয়া পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। সেদিক দিয়ে এই বিশেষ সংখ্যাটির একটি বিশেষ মূল্য তো রইলোই— তা ছাড়াও, চিত্তাকর্ষক আয়োজন বৈচিত্র্যেও এই সংখ্যাটি 'আশ্চর্য!' অনুরাগী এবং বিরাগীদের চিত্তজয় করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। লঘু এবং গুরু— দুই ধরনের গল্পই দেওয়া হলো সর্বসাধারণের উপযোগী করে। পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং বিপুল সম্ভারের তুলনায় মূল্য স্থিরও হয়েছে নামমাত্র। এখন পাঠক সাধারণ খুশী হলেই আমাদের শ্রম সার্থক।

পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

'আশ্চর্য!'র প্রধান উপদেষ্টা পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই দুই দেশ সফরে গিয়েছেন গত ৯ই সেপ্টেম্বর। যাওয়ার আগে একটি অভিনব সায়েন্স ফিকশ্যন গল্প রেখে গিয়েছেন 'আশ্চর্য!' পাঠক মহলের জন্য। এবং এই গল্পটিই এই বিশেষ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

চাঁদ নেমে এসেছিল জলাভূমিতে... দেখা গিয়েছিল রাক্ষুসে ফড়িংয়ের মত কতকগুলো কিম্ভূতকিমাকার প্রাণী!

* * * * * * *

অজানা জলায়

পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

* * * * * * *

বিশ্বাস করতে না চান করবেন না। বিশ্বাস করতে কাউকে আমি বলিও না।

কারণ প্রমাণ দিতে পারব না। প্রমাণ যা ছিল তা হারিয়ে ফেলেছি। হারিয়ে না ফেললেও কাউকে তা দেখাতাম কি না সন্দেহ। কারণ বোঝাতে আর কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমার প্রাণান্ত হত। আমি ছাপোষা মানুষ, আমার নিজের কাজকর্ম ঘর সংসার আছে। একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে

সা ই কি ক

পিটার হারকোসের কাহিনী

মূল : পিটার হারকোস

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

মনোবিজ্ঞানের অতলান্ত রহস্য নিয়ে রচিত
একটি বিস্ময়কর বিরাট সম্পূর্ণ সত্য আখ্যান

বিজ্ঞানী ডক্টর এবিংহাউস অবশেষে শুক্রের শেষপথ বুঝি অতিক্রম করে এলেন। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। এই গ্রহে কি প্রাণী আছে? তা যদি হয়, জলও নিশ্চয় আছে। সেটা জানার জন্যেই, বিশেষ দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ নিক্ষেপ করা হ'ল। কিন্তু একি? তরঙ্গ তো ফিরে আসছে না? তাহলে কি ডক্টর এবিংহাউস মৃত্যুর মুখে ছুটে চলেছেন?...

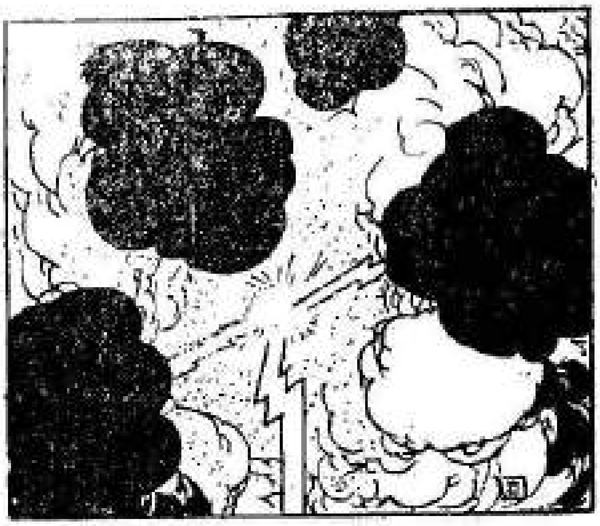

শুক্রগ্রহের যাত্রী কি বলছে ----শুনুন

সমরজিৎ কর

গত ২রা মার্চ রাত একটার সময় একটি জরুরী কেব্‌ল্‌ আসে আমার কাছে। যে পিয়নটি এটি বহন করে এনেছিল, আমার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সে জানাল: আমি খুবই দুঃখিত, মিঃ কর। ব্যাপারটা খুবই জরুরী। আমরা প্রথমে কলকাতায় তোমার খোঁজ করি। তোমার সেখানকার ঠিকানায়। কিন্তু সেখানে কোন

মাত্র ৩০ দিনে BA, BSc, MA, MSc-র সমগ্র পাঠক্রম শেষ করার অভিনব আয়োজন করেছিলেন ডক্টর শিবতোষ ভাদুড়ী...!

শিবতোষ ভাদুড়ীর শিক্ষক-যন্ত্র

নারায়ণ চক্রবর্তী

ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার শ্রী অজিত রায় চোখ তুলে তাকান হাতটা তুলে সুমুখের চেয়ারটা দেখিয়ে দেন।

নিঃশব্দে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে বসন্ত লাহিড়ী।

আন্তঃরাজ্য মেয়ে চুরির মামলার গোপনীয় ফাইলটা সশব্দে বন্ধ করে দেন শ্রীরায়, বাঁ দিকের ড্রয়ার খুলে সেদিনের বিখ্যাত দৈনিক 'অভ্রভেদী' বার করে টেবিলের ওপর দিয়ে বসন্তর দিকে এগিয়ে দেন, মৃদু কণ্ঠে বলেন, দ্বিতীয় পৃষ্ঠা, তৃতীয় কলম— লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া আছে—

পত্রিকাখানা টেনে নেয় বসন্ত, ভাঁজ খুলে প্রথম পাতা ওল্টাতেই লাল

প্রথম মিঃ সুদের বুকে বুক রাখলেন দ্বিতীয় মিঃ সুদ— মিশে গেলেন অঙ্গে অঙ্গে। হয়ে গেল এক মূর্তি! আগে দেখেছিলাম দুজনকে— এখন দেখছি, দাঁড়িয়ে আছেন একজন... মিষ্টার সুদ! রোমাঞ্চকর!

পাহাড় চূড়ার রঙ সাদা

ডক্টর শ্রীধর সেনাপতি

—আমাদের মালবাহী মহাকাশযানটিকে রেনিট্-৪-এ নামাতে বাধ্য হয়েছিলাম। ক্যাপ্টেন বললেন তাঁর বন্ধুকে, খুব সামান্যক্ষণের জন্যে। মেশিনে অল্প একটু গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছিল। সেইখান থেকেই এই টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে এসেছি আমরা। রেনিট-৪ সম্বন্ধে আগে আপনি কিছু শুনেছেন?

বন্ধু অকপটে স্বীকার করেন— না।

ক্যাপ্টেন বলেন, খুবই ছোট উপগ্রহ। ওটার সম্বন্ধে অভিযাত্রীদের ধারণা, ওখানে পা দিতে হলে অজ্ঞাত বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে হবে প্রচুর। কী ধরনের বিপদ সেখানে মানুষের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকে, এই টেপ রেকর্ডিং মেশিনটা চালু করলেই বুঝতে পারবেন আপনি। এক রোমাঞ্চকর ভয়াবহ ঘটনা রেকর্ড হয়ে আছে ওই মেশিনে। অসীম সাহসী তিনটি মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য

উপন্যাস

কিংবদন্তীর সেই তলোয়ারটি লুকোনো ছিল
দুর্লঙ্ঘ পর্বতের শিখরে···

রুশ বৈজ্ঞানিক লেখক আইভান ইয়েফ্রেমভ রচিত রহস্য
রোমাঞ্চ কাহিনী "হোয়াইট হর্ণ অবলম্বনে

তলোয়ার

নরেন্দ্র দেব

বিজ্ঞান-ভিত্তিক কল্প-কাহিনী